দৈনিক সংবাদ

JUL 18 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কারচুপি আর দুর্নীতির মাধ্যমে গ্রামের দুস্থ পরিবারের শিক্ষার্থীদের পাওনা গম-চাল থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে

নীলফামারী থেকে সাইফুল্লাহ মুন্না ঃ নীলফামারীতে শিক্ষার জন্য খাদ্য (শিবিখা) কর্মসূচির একটি ইউনিয়নে কায়েম হয়েছে হরিলুটের স্বর্গরাজ্য। সকল প্রকার অনিয়ম, কারচুপি আর দুর্নীতির মাধ্যমে গ্রামের দুস্থ পরিবারে শিক্ষার্থীদের পাওনা গম/চাল সংশ্লিষ্ট ডিলার আত্মসাৎ করে লুটেপুটে খাচ্ছেন। ছাত্রছাত্রীদের পাওনার অর্ধেক গম-চাল দেয়া এখানে রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে গত ১২ই জুলাই সরজমিনে গিয়ে দেখা গেল, ডিলার শিবিখার গোডাউন থেকে ছাত্রছাত্রীদের বদলে সরাসরি পাইকারদের ট্রাকে দু'শ' কার্ডের গম তুলে দিয়েছেন। এ চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে, সদর উপজেলার চাপড়া সরমজানি ইউনিয়নে।

অন্যদিকে কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নের নিতাই গাংবেড় রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিবিখার ১শ' ৫টি কার্ডের মধ্যে ৪৫টি কার্ড ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আতিয়ার রহমান গোপন রেখে কেবল ৬০টি কার্ডে গম/চাল দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বাকি কার্ডগুলোর গম/চাল তুলে আত্মসাৎ করে আসছিলেন। ১৪ই জুলাই ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের এ কারচুপি স্কুলের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা টের পেলে তারা ইউএনও অফিস ঘেরাও করে। অবশেষে শিক্ষা অফিস ১শ' ৫টি কার্ডে গম দেয়ার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। এর আগে কিশোরগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসের এক পত্রে (স্মারক নং-৬২৩, তাং ৭-৭-০২) অনিয়মের মাধ্যমে ওই স্কুলের ১শ' ৫টি কার্ড গোপন করে ৬০টি কার্ড দেখিয়ে স্কুলের অভিভাবকদের ধোকা দেয়া হয়। এভাবে শিক্ষা অফিসের লোকজনের যোগসাজশে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে ৪৫টি কার্ডের গম/চাল আত্মসাৎ করে ভাগাভাগি করে যাচ্ছিলেন। গত ১৪ই জুলাই অভিভাবকদের কাছে বিষয়টি প্রকাশ পেলে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ওই পত্রে উল্লেখ করা ভুল তথ্য সংশোধন করে ১শ' ৫টি কার্ডের বরাদ্দ লিখে দিয়ে এ কারচুপির প্রকাশ্যে নিষ্পত্তি করেন।

সদর উপজেলার চাপড়া সরমজানি ইউনিয়নে শিবিখার মোট কার্ড আছে ১ হাজার ৯শ'টি; কিন্তু এর অর্ধেকের বেশি কার্ডের গম সংশ্লিষ্ট ডিলার গমের পাইকারদের কাছে বিক্রি করে দেন।

প্রতিমাসে শিবিখার কার্ডধারীদের মাসিক প্রাপ্য গম/চাল দেয়ার নিয়ম থাকলেও এ ইউনিয়নে প্রতিমাসে গম/চাল না দিয়ে প্রতি তিন মাস অন্তর একসঙ্গে তিন মাসের গম/চাল বিতরণ করা হয়। এতে তিন মাসের বরাদ্দ বেশি থাকে বলে আত্মসাতের পাল্লাও ভারি হয়।

গত এপ্রিল, মে, জুন মাসের শিবিখার গম বিতরণ শুরু হয় ১১ই জুলাই। এতে প্রতি কার্ডধারীকে তিন মাসের ৩০ কেজি করে গম দেয়ার কথা থাকলেও বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী ২০ কেজি গমও পায়নি। বিশেষ করে যাদের সঙ্গে অভিভাবকরা আসেনি, তাদের বেশি করে ঠকানো হয়।

এছাড়া এ ইউনিয়নে শিবিখার কার্ড বিক্রি করা হয়েছে প্রকাশ্যে। তিন মাসের জন্য এ কার্ড গমের পাইকাররা জোর করে মাত্র ১শ' ২০ থেকে ১শ' ৩০ টাকায় কিনে নেয়। এরপর তারা শিবিখা বিতরণ কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থীদের হটিয়ে দিয়ে ডিলারের কাছ থেকে পাইকাররাই সরাসরি শিবিখার এ গম তুলে নেয়। শিবিখা বিতরণের নিয়ম অনুযায়ী সরাসরি কার্ডধারীদের কাছেই কেবল গম দেয়ার নিয়ম থাকলেও প্রভাবের জোরে সংশ্লিষ্ট ডিলার এ নিয়মকে তোয়াক্কা না করে কার্ডধারীর বদলে গোডাউনেই সরাসরি পাইকারদের কাছে গম দিয়ে দেয়। এভাবেই এ ইউনিয়নের সিংহভাগ কার্ডের গম লুটপাট করা হয়েছে আর আত্মসাতের অর্থ ভাগাভাগি হয়েছে বিতরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে।

পাইকাররা শিবিখার এ গম গোডাউন থেকে সরাসরি তাদের ট্রাকে (যশোর ট-১২-০২৫০) তুলে নিয়ে ওইদিন (১৪ই জুলাই) সৈয়দপুরের এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেন। এ ট্রাকে শিবিখার গম পাচারের ছবি প্রতিবেদকরা তুললে পাইকাররা এতে বাধা দেন। সংশ্লিষ্ট ডিলার প্রভাবশালী হওয়ায় তারা প্রকাশ্যেই তাদের খুশিমতো এ গম পাচার করলেও কিছু হবে না ঘোষণা দেন। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তিনি এ ঘটনার কথা জানেন না বলে জানান।